গ্রামীন অর্থনীতিকে পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য সহায়তা প্রদান

মূলতঃ স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা গ্রামীন অর্থায়নে সীমিত সুযোগের কারনেই প্রবৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিএফ আইডি) এর "গ্রামীন অর্থনীতিতে সুযোগ" বিষয়ক একটি যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রামীন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত অথবা সংগ্রহকৃত প্রতি ১ টাকার মাত্র অর্ধেক গ্রামীন এলাকায় বিনিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি এবং পল্লীর ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যাংক কর্তৃক ঋন প্রদান উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকেরা ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রচলিত গ্রাহক নয় এবং বাজারের এই অংশে খুবই সীমিত সংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়।

আলোচ্য গবেষণাটিতে টেকসই ভিত্তিতে কৃষক এবং পল্লীর অতি ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প সমূহের গ্রামীন অর্থায়নে সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি বাস্তবমুখী কৌশল গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণাটির এই প্রক্রিয়ার আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষি ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকেবি), বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পূর্ণ গঠনকাঠামো পরীক্ষা করা হয়েছে।

উক্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে, কৃষি ব্যাংক দুইটি কৃষি খাতে সীমিত সেবা প্রদান করলেও খুব দুর্বল আর্থিক অবস্থার কারণে এগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মারাত্বকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। উপরন্তু, প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময়ে মূলধন এর সুদ মওকুফ করে দেয়ার মাধ্যমে ব্যাংক দুটি সরকারের পক্ষ থেকে শেষ ভরসা বিবেচনায় 'রক্ষকবচ' হিসেবে ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, ব্যক্তি মালিকানাধীন বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মূলত: দুইটি কারণে পল্লী এলাকায় সেবা প্রদান করে না। প্রথমত: শাখার সংখ্যা সীমিত। দ্বিতীয়ত: এগুলোর পণ্য এবং পদ্ধতি মোটেও পল্লী গ্রাহক বান্ধব নয় ফলে সেগুলো কম অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়।

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং চীন ও পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু কর্মসূচীর সাফল্যের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক যৌথভাবে সম্প্রতি একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ভারতের সাফল্যের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশেও সূচক ভিত্তিক আবহাওয়া বীমা প্রবর্তন করার সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংক সম্প্রতি একই ধরনের একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এই মূহূর্তে বাংলাদেশের কোন কৃষি বীমা স্কীম নেই এবং ব্যাপক ক্ষতির কারণে সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত শস্য বীমা স্কীমটি আশি'র দশকের মাঝামাঝি সময়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

গবেষণাটির ফলাফল এবং কর্মশালা সমূহের বিভিন্ন সুপারিশমালা বিবেচনা করে সরকার এমন একটি উদ্যোগ নিতে আগ্রহী যাতে করে, পল্লীর জনগণ সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের পূর্ণ উন্নতির ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখার প্রেক্ষিতে গ্রামীন অর্থায়নে তাদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পায়। সরকারের এই উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংক সহায়তা করতে প্রস্তুত। এই সহায়তা যে সমস্ত ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হবে সেগুলো হোলো- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর সংস্কার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তহবিল গঠন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য (এমএসই) বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়নের উদ্যোগ সমূহকে (এমএফআই) সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। বানিজ্যিকভাবে সূচক ভিত্তিক আবহাওয়া বীমা প্রবর্তনের সম্ভাবনাও যাচাই করা হবে।